চিটফাণ্ড নেই তো কী হয়েছে রাতারাতি বড়লোক ● আরামবাগের শাসকদলের একাধিক নেতা ●

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলি জেলা জুড়ে চিত্রটা উনিশ বিশ প্রায় এক। জেলার ৪টি মহকুমায় নজর দিলেই দেখা যাবে, গত কয়েকবছরের সদ্যজাত তৃণমূল নেতা থেকে শুরু করে দলের পদাধিকারিদের অনেকেই গাড়ি, বাড়ি, টাকাপয়সা ভালোই কামিয়ে নিয়েছেন এবং এখনও নির্লজ্জভাবে নিচ্ছেন। কেউ সন্তর্পণে, কেউ বা আবার প্রকাশ্যেই। এই পুকুর চুরি আবার পরোক্ষভাবে কাউকে কাজে লাগিয়েও হচ্ছে। আরামবাগ মহকুমাও তার ব্যতীক্রম নয়। এরাজ্যে দীর্ঘকালের বাম রাজ্যের পতনের পর পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল আরামবাগ মহকুমাতেও। সাধারণ মানুষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বামেদের অপ্রতিরোধ্য ভাবা হয়েছিল আসলে তা নয়। 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'-এর মতো বামেদের পাষাণসম দুর্গেরও পতন ঘটে এবং এটাই যুগ যুগান্তরের নিয়ম। ২০১১ সালের সেই পরিবর্তনের পর অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে। প্রথমত, পরিবর্তনের পরেই তৃণমূল নেতা কর্মীদের সংখ্যা হুহু করে বাড়তে থাকে। অনেকেই সিপিএম থেকে যোগ দেন। অনেকে আবার কংগ্রেস থেকে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কামাতে গেলে শাসকদলে যোগ দিতেই হবে। প্রথম প্রথম অবশ্য চিটফাণ্ডের দৌলতে নেতা, কর্মী এমনকি জনা কয়েক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে যে, কোটি কোটি টাকা জনগণের এই প্রতিনিধিরা চিটফাণ্ডের কাছ থেকে কামিয়ে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছেন। সারদা থেকে সুজিৎ ও দেবযানী গা ঢাকা দিতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ে। রাজ্যের নানা প্রান্তের মতো হুগলি জেলার এই আরামবাগ মহকুমাতেও গজিয়ে উঠেছিল প্রায় শতাধিক চিটফাণ্ড। মহকুমাস্তরে যতটা আত্মসাৎ করা যায়, অভিযোগ ওঠে, সেভাবেই নাকি মহকুমার প্রভাবশালী কিছু নেতা ও পুলিশ আধিকারিক (যাঁদেরকে জনগণ সবথেকে বেশি ভরসা করেন), প্রায় চুষে খেয়েছেন কোটি কোটি টাকা চিটফাণ্ডের তথাকথিত সিমডি অর্থাৎ মালিকদের কাছ থেকে। সেই টাকার কোনও হিসাব নেই, কোনও প্রমাণ নেই। ভালো কথা। তা না হয় নাই রইল।

আস্তে আস্তে যখন পাততাড়ি গোটাতে লাগলো মহকুমার চিটফাণ্ডের অফিসগুলি তখন প্রমাণ গুললেন মহকুমার ছোটো বড়ো নেতা কর্মীরা। তাদের টাকা চাই। কারণ, সেবা নয়, তারা নাকি অনেকেই এসেছেন জনগণের টাকা (ভায়া চিটফাণ্ড) নিজেদের পকেটে পুড়তে। চিটফাণ্ড হাওয়া হয়ে যেতেই এবার বিকল্প পথ ধরতে শুরু করলেন নেতাদের একটা অংশ। কারণ, কথাতেই আছে, যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তার কাছে মানুষের মাংস মানে অমৃত। শাসকদলের বেশকিছু নেতা প্রায় মানুষখেকো বাঘে রূপান্তরিত হয়েছেন। বামে আর ডানে কোনও বিভেদ লক্ষ্য করছেন না সাধারণ মানুষ। সমাজ ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটল না। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশি প্রভৃতির উন্নয়ন ঘটল ঠিকই, কিন্তু তা কিছুটা বাধ্য হয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুঁতোর ঠেলায় বলা চলে।

২০১১ থেকে এখন ২০১৮, আরামবাগ মহকুমায় এমন অনেক নেতা রয়েছেন, যাঁদের আয়ের উৎসের ঠিক নেই। কিন্তু প্রাসাদোপম বাড়ি হয়েছে, গাড়ির পর গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কেউ বা সুদে টাকা খাটিয়ে রাজা হয়েছেন, কেউ বা যাচ্ছেন বাইজি বাড়ি, অনেকে আবার বিমান ছাড়া কোথাও যেতে পারেন না, কেউ বা হঠাৎই কন্ট্রাক্টর হয়ে আঙুল ফুলে কলা গাছ, কেউ বা গাছ কেটে কেটে কোটিপতি। মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, দলের জেলা সভাপতি তথা মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তের কাছেও সেখবর পৌঁছায় না।

বর্তমানে বামেদের রাজত্বকালের সময়ে নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা, সেই ঘৃণা আবারও মানুষের মনে ফুটে উঠছে মহকুমায় শাসকদলের কয়েকজন প্রথম স্তরের ও প্রভাবশালী নেতাদের প্রতি। বর্তমানে আয়ের উৎসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবন যাপন ও সম্পত্তি নির্মাণ বা ক্রয়বিক্রয়ের খতিয়ান সেই সব নেতাদের কাছে মানুষ যদি চান তাঁরা কোথায় যাবেন? এখনই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ৩এ বছর ধরে যদি এঁরা শাসকদলের দাদা থাকেন, তাহলে আরামবাগ মহকুমার অবস্থা কী হবে তা ভাবতেই শিউরে উঠছেন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদরা।

নাটুয়া হাঁড়িরাম এখন ব্যস্ত ঢাকের তালে হৃদয় দোলাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের প্রত্যন্ত পাড়দ্দা গ্রামের বাসিন্দা হাঁড়িরাম কালিন্দী। জাতিগত পেশায় ডুবে থেকে বাদ্যকর হিসাবে তিনি একজন ঢাকি হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন। তবে শুধু জেলা নয় রাজ্যের অন্যতম নাটুয়াশিল্পী হিসাবে তিনি বেশি প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে নাটুয়া নাচ প্রদর্শন করে বছর ষাটের হাঁড়িরাম কালিন্দী পেয়েছেন বহু পুরস্কার। নাটুয়াশিল্পী রূপে জেলায় তাঁর নামডাক থাকলেও বাপ ঠাকুর্দার আসল পেশা ঢাকবাজানো এখনও ভুলে যাননি তিনি। পুজো পার্বণ এলেই কাঁধেতে তুলে নিতে হয় ঢাক। হাঁড়িরামবাবু জানালেন, এবার তাঁর ঢাকিদলের কলকাতায় একটি দুর্গাপুজো কমিটি থেকে ডাক পড়েছে। রাজ্য রাজধানী বলে কথা। মহানগরের বুকে গিয়ে ঢাকের বোলে মানুষের মন খুশি করতে পুজো উদ্যোক্তাদের ডাক পাওয়া কি মুখের কথা? কলকাতার বাবুদের মন জয় করতে তাই একমাস আগে থেকেই ঘরের দেওয়ালের এক কোণায় সযত্নে টাঙিয়ে রাখা প্রাণের চেয়েও প্রিয় ঢাককে নামিয়ে এনে ঝাড়া মোছা করে চামড়ায় টান দিয়ে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ভালো করে তালিম দিয়ে নিচ্ছেন। তার সঙ্গে আর ও চারপাঁচ জন সহশিল্পী যাচ্ছেন কলকাতায়। সবার মধ্যেই ঢাকের তালিম দিতে এখন চরম ব্যস্ততা। এই প্রসঙ্গে হাঁড়িরাম কালিন্দী বলেন, কলকাতার পুজোগুলিতে ঢাক বাজানোর বরাত পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আর দুদিন বাদেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। তাই তার আগে আর একবার ঢাকে ভালো করে তালিম দিয়ে নিচ্ছেন তিনি এবং তাঁর সহ বাদ্যশিল্পীরা।

মনোহরতলা সর্বজনীন পুজো কমিটির এবারের থিম 'তুমি তাই এসেছো নীচে'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখী শহরে প্রেমময়ী শিবদুর্গা থেকে শুরু করে ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দিরের পাশাপাশি বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে মহিলা পরিচালিত পুজো দর্শণার্থীদের নজর কাড়বে।

শহরের মনোহরতলা সর্বজনীন পুজো কমিটির এবারের থিম 'তুমি তাই এসেছো নীচে'। কমিটির সদস্য সেবারত চট্টোপাধ্যায় বলেন, মা দুর্গা শুধু দুর্গতিনাশিনী নন, প্রেমে ভরিয়ে তুলতে তাঁর পৃথিবীতে আগমন। সেই প্রেমেরই টানে মহাদেবও এবারে ত্রিভুবন ছেড়ে মর্তে নেমে আসবেন। এবারে আমাদের পুজো মণ্ডপে দর্শণার্থীদের কাছে এই ছবিই ফুটিয়ে তোলা হবে। তারজন্য প্যাণ্ডেলে কালীকা, চামুণ্ডেশ্বরী সহ মায়ের নানা রূপের ছবি থাকবে। শুধু তাই নয়, মহাদেবেরও নানান রূপ ফুটিয়ে তোলা হবে। অর্থাৎ গোটা পুজো মণ্ডপের পরিবেশ এবারে দুই দেবদেবীর আবেশে ভরে উঠবে। বাঁশ, কাপড়, প্লাস্টার অফ প্যারিস, খড় এবং থার্মোকল দিয়ে এবারের পুজো মণ্ডপটি সাজানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পুজো কমিটির সম্পাদক সুবীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, এবার আমাদের পুজো ৪৪ বছরে পদার্পণ করল। ডাকের সাজে সাবেকি প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। বাজেট প্রায় চার লক্ষ টাকা। ষষ্ঠীর দিন একটি ট্যাবলো সোনামুখী শহর পরিক্রমা করবে। এছাড়া পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে।

সোনামুখী ১৫নং ওয়ার্ডের বোমশঙ্কর রোডে মহিলা পরিচালিত 'নন্দিনী একতা'র পুজো এবারে ১৫ বছরে পড়েছে। আগে স্থানীয় আশ্রমের এক সাধুবাবা এই পুজোর প্রচলন করলেও তাঁর মৃত্যুর পর মহিলারাই ওই পুজোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। কমিটির সম্পাদিকা সুমিতা পাল বলেন, আমাদের পুজোয় পল্লির প্রায় ৮৫ জন সদস্যা রয়েছেন। খাতায় কলমে পদ থাকলেও পুজোয় সকল সদস্যারই গুরুত্ব এক। প্রত্যেকেই পুজোতে নন্দিনী। একতাই আমাদের সম্পদ। কমিটির সভাপতি মণিকা নিয়োগী এবং কোষাধ্যক্ষা সুজাতা দে বলেন, পুজোর বাজেট কম হলেও আচার বিচারে কোনও খামতি রাখা হয় না। নবমীর দিন কুমারী পুজো হয়। বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে ঘট আনা ও বিসর্জনের দিন লাল পাড় ও সাদা কাপড় পরিহিত মেয়েদের শোভাযাত্রা উল্লেখযোগ্য। স্থায়ী মন্দিরে সাবেকি গড়নের প্রতিমাকে ডাকের সাজে সাজানো হবে।

দেওয়ানবাজার সর্বজনীন পুজোয় এবার ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কাল্পনিক মন্দিরের মণ্ডপ দেখতে পাবেন দর্শণার্থীরা। কমিটির কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই বর্তমানে স্বচ্ছতার উপর জোর দিয়েছে। তাই আমরা সরকারি ও বেসরকারি দর্শণার্থীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য তার ছবি ফুটিয়ে তুলবো। গোটা মণ্ডপে স্বচ্ছতার বার্তা লেখা ও ছবি থাকবে। প্রতিমা হবে সাবেকি গড়নের। এবছরে আমাদের পুজো ১তম বর্ষে পড়েছে। বাজেট চার লক্ষ টাকা। এছাড়াও শহরের থানাগোড়া সর্বজনীন, রথতলা সর্বজনীন, নীলবাড়ি, সোনার বাংলা সর্বজনীন, বড়সাঁকো সর্বজনীন ও চূড়ামণিপুর সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটি এবারে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছে। প্রতিমা হবে সাবেকি গড়নের।

মঙ্গলকোটে তৃণমূল প্রাঃ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট ঃ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মঙ্গলকোট ১নং চক্রের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি তপন পোড়েল ও সাধারণ সম্পাদক মহঃ আবু বক্কর সহ আরও অনেকে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ১২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষক শিক্ষিকারা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য মাস মাইনে বেতনের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আগামী লোকসভাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচার সহ এলাকার উন্নয়ন নিয়ে ভোটারদের কাছে বার্তা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।

পুরুলিয়া শহরে মোট ৬৫টি দুর্গাপুজো, গাইডম্যাপ প্রকাশ করে জানালো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এবার মোট ৬৫টি দুর্গাপুজো হচ্ছে পুরুলিয়া জেলা সদরে। এই তথ্য দিয়ে পুরুলিয়া সদর থানার ওসি দীপঙ্কর সরকার বলেন, পুরুলিয়া সদরে ২৩টি ওয়ার্ড মিলিয়ে এবার মোট ৬৫টি দুর্গাপুজো হচ্ছে। যার মধ্যে ৫৯টি বারোয়ারি পুজো এবং ৬টি পারিবারিক পুজো। তবে এবার শহরের কোনও এলাকায় নতুন পুজো হচ্ছে না বলেই তিনি জানিয়েছেন। এদিকে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে অন্যান্য বছরের থেকে এবছর পুজোর প্রায় এক সপ্তাহ সময় হাতে থাকতেই সোমবার পুরুলিয়া শহরের পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এদিন বিকালে গাইডম্যাপটি প্রকাশ করেন জেলা পুলিশ সুপার আকাশ মাঘারিয়া। তিনি জানান, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পুজো দেখতে দর্শণার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য বিভিন্ন রাস্তার উল্লেখ রয়েছে এই ম্যাপে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে শহরের বিভিন্ন এলাকায় কোথায় কোথায় পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র খোলা থাকবে তাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে পুজো গাইড ম্যাপে।

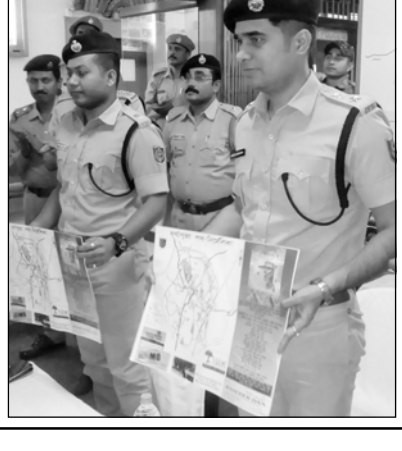

জেলা পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, অতীতে দেখা গিয়েছে মানুষের ভীড়ে ঘটনাচক্রে দু'একজন শিশু তার আত্মীয়ের সঙ্গ ছাড়া হয়ে সাময়িক হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এবার সেই দিকটির প্রতি বিশেষ নজর রেখে পুজো মণ্ডপে নতুন এক ধরণের নিয়ম চালু করেছে পুলিশ। মা-বাবা এবং আত্মীয়দের সঙ্গে পুজো মণ্ডপে আসা শিশুদের পরিচয় পত্র দেবে পুলিশ। পাশাপাশি দুর্গাপুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে দিনে-রাতে ইভটিজিং রুখতে পুলিশ কড়া অবস্থান নেবে। মণ্ডপে মণ্ডপে ইভটিজারদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। চারদিন ধরে বড়ো কোনও যানবাহন শহরের রাস্তায় ঢোকানো যাবে না। সেই নিয়ম এবার টোটো গাড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে। তবে মূল শহরের বাইরে কিছু কিছু রাস্তায় টোটো গাড়ি চলাচলের নিয়ম কিছুটা শিথিল হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এবার পুজোতে রাতের বেলা শহরের দেশবন্ধু রোডে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি কড়াকড়ি করা হচ্ছে।

অমৃতলোকে কান্দির প্রাক্তন পুরপ্রধান আশিস রায়

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ মঙ্গলবার সকালে প্রয়াত হলেন কান্দি পুরসভার প্রাক্তন কংগ্রেস পুরপ্রধান আশিস রায় (৬২)। বর্ষদিন ধরেই তিনি জটিল রোগে ভুগছিলেন। এদিন অসুস্থ বোধ করলে পরিবারের লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর। তার কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু হয় আশিসবাবুর। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে কান্দিতে। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার কান্দি পুর এলাকার রূপপুরের বাসিন্দা ছিলেন আশিস রায়। ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতি শুরু করেন তিনি। ১৯৯৫ সালে প্রথম একজন কংগ্রেস কাউন্সিলর হয়ে কান্দি পুরসভাতে তাঁর প্রবেশ। বরাবর কংগ্রেস দলের কাউন্সিলে জিতে এসেছেন তিনি। মৃত্যুর সময় তিনি একজন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কান্দি পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান গৌতম রায় জানান, সেবার উনি প্রথমবার পুর কাউন্সিলর হয়েছিলেন কংগ্রেস দলের টিকিটে ১০নং ওয়ার্ড থেকে। ১৯৯৭ সালে প্রথমবার উনি কান্দি পুরসভার প্রধান পদে বসেন। ১৯৯৭ সালে থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত টানা ১৩ বছর তিনি পুরসভার পুরপ্রধানের আসনে ছিলেন। গত ২০০০ সালের ভয়াবহ কান্দির বন্যায় তিনি পুরবাসিন্দাদের পাশে থেকে সবরকম সাহায্য করেন। ওঁনার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। এদিন তাঁর মৃত্যুতে কান্দি পুরসভা বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার তাঁর মৃতদেহ রূপপুরের বাড়িতে পৌঁছায়। তারপর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য কান্দি পুরসভায়। শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বহরমপুরে।

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
• G.N.M : 3 Years
• B. Sc. : 4 Years
Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়। গোপনে মদের নেশা ছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207